ভগবদ্‌গীতা
ও
বিশ্বজনীন বার্তা

(আধুনিক চিন্তাধারা ও চাহিদার আলোকে গীতাভাষ্য)

প্রথম খণ্ড

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

অনুবাদক ঃ
ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

সূচীপত্র

ভূমিকা ১—৬৬

প্রারম্ভিক মন্তব্য ঃ ভারত এককালে গীতাকে ভুল বুঝেছিল—গীতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ—আদি শঙ্করাচার্য কর্তৃক উন্মোচিত গীতার মহত্ত্ব—গীতা-ধ্যান-শ্লোক—জ্ঞানমুদ্রার তাৎপর্য—তপস্যার অর্থ ও তাৎপর্য—আদি শঙ্করাচার্যের গীতাভাষ্যের ভূমিকা—মানবজীবনের দুটি মার্গ ঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—এই দুই মার্গের ফল ঃ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স—ইন্দ্রিয়পরায়ণতার আধিপত্য এবং তদোদ্ভূত অশুভ প্রভার—ব্রাহ্মণত্ব ঃ মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্য—ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ—শ্রীরামকৃষ্ণের দেবত্ব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতীয় ধারণায় শ্রুতি ও স্মৃতি—মানবীয় ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অবতারের ভূমিকা—আমেরিকা কি পতনের পথে আর কিভাবে তা এড়ানো সম্ভব?—কীভাবে ভারত বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছে কিন্তু এড়িয়ে গেছে মৃত্যু—আন্তঃ-সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের মাধ্যমে সংস্কৃতির অবক্ষয়রোধ—উপসংহার

প্রথম অধ্যায় ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ৮০

তৃতীয় অধ্যায় ২৫০

চতুর্থ অধ্যায় ৩৫১

বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসূচী ৪৯২

নির্ঘণ্ট ৪৯৬